দৈনিক বাংলা

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

28
29

C38

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

ডঃ মোঃ আজহার আলী

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মানদন্ড। যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত, সভ্যতার ইতিহাসে তার স্থান তত বেশী গৌরবময়। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য আমরা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

শিক্ষার উন্নতি বলতে আমরা জাতীয় শিক্ষার সবগুলো স্তরের সমন্বিত উন্নতির কথাই বলছি। শিক্ষার যে কোন একটি স্তর দুর্বল থাকলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন ঘটবেই এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আশানুরূপ উন্নতি আশা করা যায় না।

আমাদের দেশের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা আমরা দেশের জন্মলগ্নেই শুরু করেছি। কিন্তু এই কাজে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি তার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতির পরিমাপ করার আগে আমাদের একটা কথ অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আমাদের নিবেদিত প্রচেষ্টার বাইরে রেখেই আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। তাই গোটা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির যে ছাপ পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, তা আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কারণ, শিশুরা যে পটভূমিসহ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার যে আনন্দময় পরিবেশ বিদ্যমান তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা শিশুদের ভেতরে দেখা যায় না। সুতরাং নিরস প্রাথমিক শিক্ষা তাদের জীবনে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

জীবনের শুরুতেই শিক্ষার প্রতি তারা যে বীতরাগ হয়ে পড়ে তাই তাদের সাবলীল অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। আমরা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাথমিক শিক্ষায় দেখতে পাই। অনেক চেষ্টা করেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার পরিকল্পনার আশানুরূপ অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

উন্নত দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, গোটা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান স্তরের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বলিষ্ঠ ভূমিকাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। শিশুর যে মানসিকতা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে রূপ লাভ করে তাই তাকে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সহায্য করে।

বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে আর অবহেলা করা চলে না। দেশ ও সমাজের স্বার্থে, আমাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে গোটা শিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দিতে হবে যাতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশু তার লব্ধ অভিজ্ঞতা পরবর্তী শিক্ষায় অনায়াসে কাজে লাগাতে পারে এবং তাতে উৎসাহ পায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নেই। তবে শিশু শ্রেণী নামে একটা শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে ছদ্মভাবে যুক্ত আছে। এই শ্রেণীর জন্য কোন পাঠক্রম স্বতন্ত্রভাবে না থাকায় কোন শিক্ষককেও এর দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত নিয়োগ করা হয় না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার জন্য শিশুর যে মানসিকতা গড়ে ওঠা প্রয়োজন তা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই শূন্যতা দূর করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন দান অপরিহার্য।

আমাদের মত গরীব দেশে এটা অত্যন্ত সুখের ব্যাপার যে দেশের সচেতন নাগরিকগণ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছেন। তাঁরা বেসরকারীভাবে কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী ও মন্তেসরী নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন।

আজ কোন কোন মহলে কথা উঠেছে যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যবসা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের মতে অনেকেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বিপুল পরিমাণ টাকা উপার্জনের একটা পথ করে নিয়েছেন। একথা অসত্য বলে উড়িয়ে না দিলেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও উপেক্ষা করা যায় না।

সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অনুমোদন দেয়া প্রয়োজন। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউটের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহও বাড়বে বলে বিশ্বাস।